

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৩০০, ডাক মাসুল ১৫০, ষাণ্মাসিক ৩৬০, ডাক মাসুল ৬০, ত্রৈমাসিক ২১০, ডাক মাসুল ১০০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮০০, ডাক মাসুল ১৫০ টাকা
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ১/০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ১/০ হংরেজী প্রতি পংক্তি ১০ আনা।

কলিকাতাঃ— ২৩ আশ্বিন গৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ মাল। ইং ৮ অক্টবর ১৮৭৪ খৃঃ অদ।

৩৫ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন

মালবৈদ্যের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা।

মূল্য ১/০ আনা, ডাক মাসুল ১/০ আনা।

অমৃত বাজার পত্রিকা

ক্যানিং লাইব্রেরিতে ও সংস্কৃত ডিপোজিট-
ত প্রাপ্তব্য।

অমরনাথ নাটক।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা।
ডাকমাসুল ১/০ আনা। কলিকাতা ক্যানিং প্রেস
পটলডাকায় সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। (মা—শে)

পাট! পাট!! পাট!!!

জেটার উড এবং হেঞ্চম্যান (JETTER WOOD
& Henchman)

পাট সম্বন্ধীয় যত রূপ কল তাহা ইহার পুস্তক করিয়া

যে সমুদায় ব্যক্তিগণ পাট সম্বন্ধীয়
প্রবর্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাহার সাক্ষ
স্বয়ং জেটার উড এবং হেঞ্চম্যান
পত্র লিখিবেন। উক্ত সাহেবেরা
সাবদীয় জাতব্য বিষয় এবং আবশ্যিকীয়
বর্ণনা ও উহার মূল্য লিখিয়া পাঠাইয়া
ইহারিগকে ইংলণ্ডের অল্ড্রাং ও লিডন
গ্লোব ফাউন্ড্রিতে (Globe Foundry, Leeds,
England) পত্র লিখিতে হইবে।

কি ভয়ানক ছুঁতক্ষ!

নাটক।

এই পুস্তক টাকা বাবুর বাজার বার
কিশোরী লাল রায় চৌধুরি মহাশয়ের বাসায়
গ্রন্থকারের নিকট ও এন. কে. চট্টোপাধ্যায়ের
ও পেট্রেলি রাফাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দোকানে পাওয়া যাইবে।

B. M. SIRCAR'S ABROMA-AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ

প্রায় একবার সেবনেই যন্ত্রণা যায় ও সন্তানোৎ-
পত্তির ব্যাঘাত দূর করে। উক্ত ঔষধ এবং সেবনের
নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলি-
কাতা চৌরবাগান মুক্তারাম বাবুর স্ট্রিট ৭ নং ভবনে
পাওয়া যায়। মূল্য ৩০।

হানিমানের জীবন ও ওলাউঠার চিকিৎসা।

একত্রে মূল্য ১০ আনা, ডাকমাসুল ১/০
আনা। কলেজ স্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রারিতে
প্রাপ্তব্য।

মেমিওপেথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রথম ভাগ,
প্রথম খণ্ড। শ্রীবিহারি লাল ভাট্ট প্রণীত।
মূল্য ১০, ডাক মাসুল ১/০। অন্যান্য খণ্ড মুদ্রা-
ঙ্কিত হইতেছে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ৩৪ নং ভবনে
মূল্য পাঠাইলে পাওয়া যাইবে।

To DRAFTSMEN.

Wanted, a neat and ordinarily rapid worker,
one who can figure and print very well, also
plot from simple sketches. Salary 50 rupees
per month which in time can be increased to 70
rupees. Pay to commence from date of joining
at Rungpore to which place no travelling allow-
ance will be given. Candidates to send copies
of testimonials and specimen of tracing to the
person mentioned and say in case of being appointed
they would join.

understanded. First rate men need apply.

None but
George R. Clark,
Executive Engineer
Rungpore Branch Rai
Rungpore
Eastern Bengal.

গোড়েশ্বর নাটক মূল্য ১/০।
The plot of the wayana. The author seems
to have no ordinary power and poetical images
and we are in it with scenes deeply pathetic.
The

মেশ বরু সাধারণ রীতির ব্যতিক্রমে এই
একটি ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।
ব বাঙ্গলার গদ্য আরও নিজেই, তজ্জন্য
বাবু নাটকগত পাত্রগণের উত্তেজিত স্ব-
গব সকল নিয়তই অমিত্রাক্ষর হৃন্দে প্রকা-
শিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দুই এক খানি নাটকের
পাত্রগণের হুখে অমিত্রাক্ষর হৃন্দের পদ্য
হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু সে সকল না-
সকল সময়ে সে নিয়ম রক্ষা করেন নাই।

গোড়েশ্বর নাটক এই রীতিতে সম্পূর্ণরূপে র-
ক্ষিত হইয়াছে এবং নাটকীয় স্থানি পাঠ করিয়া তাহার
কতি দৃষ্টে আমরা প্রীতি পাইয়াছি।—অমৃত
বাজার পত্রিকা প্রভৃতি।

ক্যানিং ও সংস্কৃত লাইব্রারী এবং অমৃত
বাজার পত্রিকা আফীসে প্রাপ্তব্য।

Wilson's Sanskrit and English Dictionary.
(Devnagri character)
Third Edition complete in one volume, above
thousand pages. Reduced from the original price
of 50 Rs. to

Rs.	As.	
12	8	paper
14	"	half bound
15	"	full bound

Postage 1 Rs. 5 as
To be had of C. N. Roy Publisher, Amritabazar
Putrika Calcutta, and Gyanendra Ch. Chowdhry
132 Amherest Street Calcutta.

শ্রীহর লাল রায় প্রণীত নাটক।

হেমলতা। ২য় সংস্করণ, ১ টাকা মাসুল ১/০।

বঙ্গের সুখাবদান। ১ টাকা মাসুল ১/০।

কদ্রপাল ৬০ আনা, মাসুল ১/০ আনা।

* ক্রম সংহার (শীতপ্রকাশিত হইবে)।

ড্রাক্টস্ ম্যানদের প্রতি।

পরিষ্কার ও সচরাচর হেরূপ পাওয়া যা
য় এরূপ দ্রুত লেখক যিনি সুন্দর রূপে
অঙ্ক চালাইতে ও ছাপার অক্ষর লিখিতে
পারেন, এবং সামান্য স্কেচ দেখিয়া প্লট
করিতে পারেন, এরূপ এক জন লেখকের
প্রয়োজন হইয়াছে। মাসিক বেতন ৫০
টাকা, এবং উহা বাড়িয়া ৭০ টাকা পর্যন্ত

হইতে পারে। যে তারিখে রঙ্গপুরে কর্মে
বাজির হওয়া হইবে সেই তারিখ হইতে বেতন
গণনা করা যাইবে। রঙ্গপুরে বাইবার কোন
প্রকার পথ খরচাদি দেওয়া যাইবেক না। কর্মী
খাঁরা আপনাপন প্রশংসা পত্র এবং নক্সা
টানার হুমুনা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট
পাঠাইয়া দিবেন ও কর্মে নিযুক্ত হইলে
ন তাই তারিখে বাজির হইতে পারিবেন তাই
বন।

১৪৬ নং লে.

উপরোক্ত ঔষধালয়ে
স্বপ্না মতের সর্বপ্রকার রোগের নানাবিধ
ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে স-
র্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উ-
পযুক্ত চিকিৎসক সর্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া
ব্যবস্থা পূর্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমুত্র পীড়ার মহৌষধ।

ইহা নিয়ম পূর্বক ব্যবহার করিলে সামান্য
বহুমুত্র এবং দৌর্ভলা, হস্ত পদাদির জ্বালা ও
মস্তিস্কের হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব-
প্রকার মূত্রাধিক্য ও মধ্যমেই পীড়া নিঃশেষ আ-

রোগ্য হয়। এক মাসের ব্যবহারে পযুক্ত	
ঔষধ ১ কোটা	৫ টাকা
ঘৃত ১ শিশি	৪ টাকা
তৈল ১ ঐ	৪ টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাসুল	২ টাকা

কুস্তল রুম্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর
ও কেশ অকারণ পক্ষতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট
রূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণন
প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য, মস্তিস্ক সূক্ষীভূত ও
চক্ষুজ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত।
মূল্য ১ শিশি ১ ডাকমাসুল ১/০ আনা

দস্ত:শোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয়
সর্বপ্রকার দস্ত রোগা রোগ্য, দস্তমূল দৃঢ়, মুখ
দুর্গন্ধ দূর এবং দস্ত উত্তম শুভ্র বর্ণ হয়।
১ কোটা ১০ ডাকমাসুল ১০ আনা
সুখাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অথাৎ
দেচেতা) ও ত্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্কত্বক
কোমল ও পার্শ্বকার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত
ও বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঘামা-
চি, ফুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সদগন্ধযুক্ত।

১ শিশি ১০ ডাকমাসুল ১০ আনা

শ্রীবনোদ লাল সেন গুপ্ত

কবিরাজ

কর্মীধ্যক্ষ।

বিলাত হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের হিন্দু সমাজে প্রবেশ।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে ইংলণ্ডের প্রত্যাগত কোন যুবা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সুদূর পরাধীন নন, আমাদের রাজা বিধর্মী এবং রাজা ও রাজ পুরুষগণের বাস সাগর পারে। সুতরাং আমাদের ঐহিকের প্রায় সকল উন্নতির সোপান ইংলণ্ডে। আমাদের সংসারের অনেক সুখ সাধন করিতে ইংলণ্ডের আশ্রয় লইতে হয়। পিতা মাতা পুত্রকে সুশিক্ষা দেওয়ার অভিলাস করিলে তাহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হয়। রাজ্যে কোন উচ্চপদাভিষিক্ত হয় এরূপে আভিলাস করিলে পুত্রকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হয়, অনেক সময় নকর্দমা যামলার চূড়ান্ত বিচারের নিমিত্ত আমাদের ইংলণ্ডের আশ্রয় লইতে হয়। বাণিজ্য ব্যবসায় ইংলণ্ডে

উচ্চপদস্থ। তাহাদের পক্ষে যে প্রায়শ্চিত্ত করা ভারি গ্লানি কর, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি। তাহারা বিধায়ক করেন না যে ইংলণ্ডে গমন দ্বারা তাহারা কোন দুঃখ করেন, সুতরাং তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করা নিতান্ত কষ্টকর। তাহারা আবার এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অশেষ প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হন ও মনোবেদন পান। ইংরাজি নবিস যুবাদিগের মধ্যে অনেকে তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন। তাহাদের অনেক আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সংশ্রব লোপ করিতে হয় এবং অনেক সময় লোকের বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তাহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী, বাহারা আপনার সুখ হইতে হিন্দু সমাজকে অধিক স্নেহ করেন তাহারা ইহা লক্ষ্য করেন না। দেশানুরাগ বাহারা অছে তিনি দেশের মঙ্গল উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করেন না।

হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করা আজকাল কষ্টের কারণ নহে, বিশেষতঃ বাহারা ইংলণ্ড হইতে সুশিক্ষিত হইয়া প্রত্যাগত হন, করেন তাহারা সচরাচর উচ্চপদস্থ। তাহাদের হিন্দু সমাজ পরিত্যাগের নিমিত্ত বিশেষ কোন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। এরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিন্দু সমাজে প্রত্যাগমন করাই কষ্টের কার্য এবং যে যুবা দেশানুরাগ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া এই কষ্ট গ্রাহ্য করেন না, যিনি হিন্দু সমাজকে এত দূর অনুরাগ করেন যে ইহার নিমিত্ত অনর্থক কোন বিশেষ কষ্ট সহ্য কাতর হন না, তিনি মহা পুরুষ, বীর পুরুষ, দেশের পরমোপকারী।

আমাদের বিবেচনায় যদি হিন্দুরা আপন সমাজ রক্ষা করিতে চান, যদি ইচ্ছা করেন যে হিন্দু সমাজ পুনর্জীবিত করিবেন, আবার হিন্দু জগতমান্য হইবে, তাহা হইলে বাহাতে প্রত্যাগত যুবারা সমাজে পুনঃ প্রবেশ পারেন তাহারা কোন উপায় অবলম্বন করুন। প্রায়শ্চিত্ত একবারে উন্নতির দিলে ভাল হয়, ততদূর প্রায়শ্চিত্ত বাহাতে সামান্যরূপ হয় সেইরূপ কোন ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যদি যুবাদিগের হিন্দু সমাজের প্রতি ভক্তি থাকে, দেশের প্রতি অনুরাগ থাকে, গুরুজন, আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভক্তি ও ভাল বাসা থাকে, তবে তাহাদের সকল অপরাধই আমাদের ক্ষমা করা কর্তব্য। অল্প পাপ অতি সামান্য পাপ। ইহার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তও অতি সামান্য। যে সমুদয় সুশিক্ষিত যুবারা দেশকে ভাল বাসেন, সমাজকে ভাল বাসেন, তাহাদেরও সমাজ ও দেশের নিমিত্ত যদি কোন গ্লানি কি কষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহাও লক্ষ্য করা উচিত হয় না। আমাদের তাহাদের বই আর কেহ নাই, আমাদের দেশ ও সমাজ তাহাদের নিকট অনেক প্রত্যাশা করে। তাহাদের হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করায় কোন গৌরব নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত কষ্ট সহ্য করে তাহার গৌরব ও হৃদয়ের সুখ অসীম। যে যুবা পুরুষ প্রথম এইরূপ কোন গ্লানি সহ্য করিয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিবেন তিনি দেশের যে কত মঙ্গল করিবেন তাহা আমরা বলিতে পারি না।

এদেশীয়েরা বাহাতে ভারতবর্ষে কাপড়ের কল প্রস্তুত করিতে না পারেন ম্যাঞ্চেস্টরবাসীরা তাহারা প্রতিবন্ধক জম্মাইবার অনেক যত্ন করেন। তাহা সত্ত্বেও বোম্বাইতে অনেকগুলি হুতা ও কাপড়ের কল সংস্থাপিত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেস্টরবাসী মহা-

তবর্ষে আসিয়া কাজ আরম্ভ করিবেন সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহার নিমিত্ত তাহারা অংশ খুলিয়া একটা কোম্পানির সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের ৩০ লক্ষ টাকা মূল ধন থাকিবে। প্রতি অংশের মূল্য এক শত টাকা। ইংলণ্ডে ইহার অর্ধেক টাকা উঠিয়াছে। ম্যাঞ্চেস্টরবাসীরা যদি এদেশে আসিয়া কাপড়ের কারবার আরম্ভ করেন তাহা হইলে দেশের অনেক ধনবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তখাচ ইংরাজ বণিকদিগের নাম শুনিলে আমাদের ভয় হয়। নীল-কর ও চা-কর সাহেবেরা এই ভয় দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহাদিগের দ্বারা যে দেশের বিস্তার ধন বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার কোন ভুল নাই, কিন্তু তখাচ লোকের এমন ইচ্ছা যে ইহারা দেশ ছাড়িয়া গমন ককন, আমাদের ধনে কজ নাই।

আমরা এই জন্মানক স্মৃতিটী এখানে গ্রহণ

করিলামঃ—১১ই আশ্বীন শনিবার রজনীতে ফেশ তাওড়ের অধীন জয়নগরের মাঠে একটি ভয়ানক লোম হর্ষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। হত ব্যক্তি মহাকুমার বশীরহাট ফেশন হাড়রার অন্তর্গত আছনিয়া নিবাসী হারিশচন্দ্র ঘোষ (গোপ)। এব্যক্তি বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ও সম্ভ্রান্ত, এমন কি কোন স্থানে গমনাগমন কালে ৮।১০ জন রক্ষক ইহার সঙ্গে থাকিত। ১১ তারিখের রজনীতে ২৪ পঃ কালেক্টারীতে খাজনার টাকা আমানত জহ্ন পালিকাটার বাইতে ছিল। দুর্ভাগ্য কালে রাত্রিতে সঙ্গে এক জন মাত্র রক্ষক। বাটী হইতে অনুমান ২ মাইল বাইতেই প্রায় ৩০।৩৫ জন লোক হিন্দু হর্ষণ হইয়া ও রক্ষক হিন্দু প্রাণে দেখিয়া প্রাণভয়ে পালিকাটার রদুর্গে গেলে হরিশ তখন আনাকে নিরাশ্রয়ী ও নিকপায় ভাবিয়া কণ্ঠের কত কাতরতা করিয়াছিল কিন্তু নির্দয় পাষণ দিগের হৃদয়ে কিছুতেই দয়ার সঞ্চার করাইতে পারিল না। নরাধরেরা হরিশকে পালকী হইতে বল পূর্বক বাহির করিলে হরিশ প্রাণ রক্ষার জন্য নর রক্ষস দিগের পায় ধরিতে কর প্রসারণ করিলে প্রথমতঃ হস্ত পারে তাহাদের পদতলে মস্তক অবনত করিলে মস্তক বলিদানের ন্যায় এক কোপে ছুই খণ্ড করে। পুলিশ আসিয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বাহা হয় পশ্চাৎ বিশেষ লিখিব।”

শেওড়া ফুলি হইতে আমরা ১৪ই আশ্বিনের এই পত্র খানি পাইয়াছিঃ—গত কল্যা বেলী অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় এখানে একটি অতি শে চনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। জনাই নিবাসী বাবু যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় যিনি অতি অল্প দিন হইল বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, তিনি কল্যা সন্ধ্যার সময় অস্বাস্থ্যে তাহার চাতরার বাটী হইতে ভ্রমণ করিতে নির্গত হইয়া অতি অল্প দূর মাত্র ভ্রমণের পর অশ্ব হইতে নিপতিত হইয়া ২।৪ মূহূর্তের পরই মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যোগেন্দ্র বাবু অতি সুশীল ও সুবোধ ছিলেন, অশ্ব রোহণে ইহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। যে ঘোড়াটি তাহার মৃত্যুর কারণ হইল এটি প্রায় দশ বার বৎসর হইতে ইহার নিকট ছিল। অদৃষ্টের কথা কিছুই বলা যায় না।

বণোর, খালকুলা হইতে ২রা আশ্বিনের এক

ইংলণ্ডে প্রত্যাগত কোন যুবা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সুদূর পরাধীন নন, আমাদের রাজা বিধর্মী এবং রাজা ও রাজ পুরুষগণের বাস সাগর পারে। সুতরাং আমাদের ঐহিকের প্রায় সকল উন্নতির সোপান ইংলণ্ডে। আমাদের সংসারের অনেক সুখ সাধন করিতে ইংলণ্ডের আশ্রয় লইতে হয়। পিতা মাতা পুত্রকে সুশিক্ষা দেওয়ার অভিলাস করিলে তাহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হয়। রাজ্যে কোন উচ্চপদাভিষিক্ত হয় এরূপে আভিলাস করিলে পুত্রকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হয়, অনেক সময় নকর্দমা যামলার চূড়ান্ত বিচারের নিমিত্ত আমাদের ইংলণ্ডের আশ্রয় লইতে হয়। বাণিজ্য ব্যবসায় ইংলণ্ডে উচ্চপদস্থ। তাহাদের পক্ষে যে প্রায়শ্চিত্ত করা ভারি গ্লানি কর, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি। তাহারা বিধায়ক করেন না যে ইংলণ্ডে গমন দ্বারা তাহারা কোন দুঃখ করেন, সুতরাং তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করা নিতান্ত কষ্টকর। তাহারা আবার এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অশেষ প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হন ও মনোবেদন পান। ইংরাজি নবিস যুবাদিগের মধ্যে অনেকে তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন। তাহাদের অনেক আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সংশ্রব লোপ করিতে হয় এবং অনেক সময় লোকের বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তাহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী, বাহারা আপনার সুখ হইতে হিন্দু সমাজকে অধিক স্নেহ করেন তাহারা ইহা লক্ষ্য করেন না। দেশানুরাগ বাহারা অছে তিনি দেশের মঙ্গল উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করেন না।

হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করা আজকাল কষ্টের কারণ নহে, বিশেষতঃ বাহারা ইংলণ্ড হইতে সুশিক্ষিত হইয়া প্রত্যাগত হন, করেন তাহারা সচরাচর উচ্চপদস্থ। তাহাদের হিন্দু সমাজ পরিত্যাগের নিমিত্ত বিশেষ কোন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। এরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিন্দু সমাজে প্রত্যাগমন করাই কষ্টের কার্য এবং যে যুবা দেশানুরাগ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া এই কষ্ট গ্রাহ্য করেন না, যিনি হিন্দু সমাজকে এত দূর অনুরাগ করেন যে ইহার নিমিত্ত অনর্থক কোন বিশেষ কষ্ট সহ্য কাতর হন না, তিনি মহা পুরুষ, বীর পুরুষ, দেশের পরমোপকারী।

আমাদের বিবেচনায় যদি হিন্দুরা আপন সমাজ রক্ষা করিতে চান, যদি ইচ্ছা করেন যে হিন্দু সমাজ পুনর্জীবিত করিবেন, আবার হিন্দু জগতমান্য হইবে, তাহা হইলে বাহাতে প্রত্যাগত যুবারা সমাজে পুনঃ প্রবেশ পারেন তাহারা কোন উপায় অবলম্বন করুন। প্রায়শ্চিত্ত একবারে উন্নতির দিলে ভাল হয়, ততদূর প্রায়শ্চিত্ত বাহাতে সামান্যরূপ হয় সেইরূপ কোন ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যদি যুবাদিগের হিন্দু সমাজের প্রতি ভক্তি থাকে, দেশের প্রতি অনুরাগ থাকে, গুরুজন, আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভক্তি ও ভাল বাসা থাকে, তবে তাহাদের সকল অপরাধই আমাদের ক্ষমা করা কর্তব্য। অল্প পাপ অতি সামান্য পাপ। ইহার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তও অতি সামান্য। যে সমুদয় সুশিক্ষিত যুবারা দেশকে ভাল বাসেন, সমাজকে ভাল বাসেন, তাহাদেরও সমাজ ও দেশের নিমিত্ত যদি কোন গ্লানি কি কষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহাও লক্ষ্য করা উচিত হয় না। আমাদের তাহাদের বই আর কেহ নাই, আমাদের দেশ ও সমাজ তাহাদের নিকট অনেক প্রত্যাশা করে। তাহাদের হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করায় কোন গৌরব নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত কষ্ট সহ্য করে তাহার গৌরব ও হৃদয়ের সুখ অসীম। যে যুবা পুরুষ প্রথম এইরূপ কোন গ্লানি সহ্য করিয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিবেন তিনি দেশের যে কত মঙ্গল করিবেন তাহা আমরা বলিতে পারি না।

এদেশীয়েরা বাহাতে ভারতবর্ষে কাপড়ের কল প্রস্তুত করিতে না পারেন ম্যাঞ্চেস্টরবাসীরা তাহারা প্রতিবন্ধক জম্মাইবার অনেক যত্ন করেন। তাহা সত্ত্বেও বোম্বাইতে অনেকগুলি হুতা ও কাপড়ের কল সংস্থাপিত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেস্টরবাসী মহা-

প্রথম বন্যা আইনে, আর এ পর্যন্ত ক্রমে বৃদ্ধি
ভিন্ন স্থান হইতে দেখা গেল না। আশু খান্য
অনারুষ্টি প্রযুক্ত প্রথমেই এক রূপ শুষ্ক হইয়া
গিয়াছিল; অবশিষ্ট বৎ সামান্য বাধা কিছু ছিল,
তাহাও বন্যা দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে। হৈমন্তিক ধানের
ফল লাভ বিষয়ে ভাদ্র মাসের ১৫ই পর্যন্তও সফ-
লের এক রূপ আশা ছিল। কিন্তু ১৬ই হইতে
ক্রমাগত ২৮শে পর্যন্ত এত পরিমাণে জল বৃদ্ধি
হইয়াছিল, যে সে আশায়ও সকলে ব্যঞ্জন হইয়াছে।
জল এখনও সর্বত্র পরিপূর্ণ রহিয়াছে। নদী ও
প্রান্তরে কিছু মাত্র বিশেষ নাই; সকলই সমানাকার
ধারণ করিয়াছে। মনুষ্যগণের গৃহের ভিত্তি পর্যন্ত
জলে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। সকলে গৃহভাঙ্গার
উচ্চতর মাচা (টোঙ্গ) বান্ধিয়া তাহার উপরিভাগে
অবস্থিত করিয়া কাল যাপন করিতেছে। গাে,
মেঘ, ছাগ প্রভৃতি পশুগণ স্থান ও আহার অভাবে
অধিকাংশই প্রাণ হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে।
আশু খান্য ত্যাগ করে।

এই জমি চাষ করিবে, এমন একটা
গরু কাহারও থাকিল না। বিগত সন ১২৭৮ সালের
বন্যাপেক্ষা বর্তমান বন্যা বড় ন্যূন নহে। এক হস্তের
কিঞ্চৎ কম, অর্থাৎ আর তিন পোয়া হস্ত জল বৃদ্ধি
হইলেই ৭৮ সালের বন্যার সহিত সমান দাঁড়ায়।
কিন্তু তাহা হওয়ার বিচিত্র ও নাই; কারণ যদিও
আজ ৪।৫ দিবস পর্যন্ত এখানে অল্প পানি
জল কমিতে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু আজ তিন দিবস
রই প্রমুখাৎ অসংগত হইলাম যে পুনরায় জল
পর্যন্ত পদ্মা প্রভৃতি বড় নদীসমূহে পুনরায় জল
বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু উহা যে কত
দূর সত্যমূলক তাহা আমরা বলিতে পারি না।
বাধা হউক যদি পুনরায় জল বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ
হইয়া থাকে, আর সেই জল পুনরায় এ অঞ্চলে
আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে কের অদৃষ্টে কি
হইবে, তাহা বা ষায় না।

এদেশে রহস্য জনক
হরবোলা ভাঁড় নিরাকরণ
কিন্তু ইনি অকালে কাল
বসন্তক এই অভাব দূর করণের দ্বিতীয় যত্ন। আ-
মরা ভয় করিয়া ছিলাম ইতিপূর্বে ভাঁড়ের
দশা প্রাপ্ত হন। কিন্তু বসন্তকের বর্তমান অবস্থা
আমরা যে রূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হইতেছে
এ পত্রিকা খানি স্থায়ী হইল। আমরা দেখিলাম
কাগজাতম অনেক ভ্রম লোক ইহার ঐহিক শ্রে-
ণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন এবং ইহারা অ-
নেকে নিয়ম মত ইহার মূল্য প্রদান করিতেছেন।
যখন সাধারণে বসন্তকে আদর করিতেছেন তখন
সম্পাদকের উচিত যে ইহা আরো রসাল করার
যত্ন করেন। ৮ম সংখ্যক বসন্তক নিয়ম মত চা-
রিতী ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার একটা ছ-
বিত্তে গবর্ণমেন্ট দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে মনুষ্য-
দিগকে মুদ্র দিয়া কি রূপে চাউল গিলাইতেছেন
তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ছবিটি এই রূপে
চিত্রিত হইয়াছে। একটা বৃহৎ মাঠে অসংখ্য
চাউলের বস্তা পড়িয়া রহিয়াছে। কোন বস্তার মুখ
খোলা, চাউল মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে।
কতকগুলি চাউল চারি দিক হইতে চাউল বা-
হির হইয়া পড়িতেছে, মাটিতে চাউল ছড়ান, ই-
ন্দুরে পোকায় খাইতেছে, সহস্র ২ সহস্র চিল কাক
উড়িয়া বেড়াইতেছে এবং যে বত পায়িতেছে চাউল
খাইতেছে, কতকগুলি গোকও এক দিক হইতে চা-

উল খাইতেছে। এক জন সাহেব একটা গোক চিত
করিয়া ফেলিয়া তাহার মুখে বস্তা ধরিয়া চাউল
ঢালিতেছেন, আর এক জন সাহেব গোককে মুদ্রার
দ্বারা গাদিয়া চাউল খাওয়াইতেছেন। আর এক জন
সাহেব একটু দূরে এক জন মনুষ্যকে চাউল খাওয়া-
ইতেছেন মনুষ্যটি আকর্ষণ পাত লইয়া আসিছে,
সাহেব তাহার মুখের মধ্যে বস্তা ধরিয়া চাউল
ঢালিতেছেন, আর এক জন সাহেব মুদ্রার দিয়া
গুতাইয়া ২ চাউল পেটের মধ্যে পুরিয়া দিতেছেন।
মানুষটির চাউল খাইয়া পেটটি জলের মত বৃহৎ
হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন
সে পেট ফাটিয়া মরিল। দ্বিতীয় ছবিটি এই। একটা
বৃহৎ বস্তা ডাওয়া আছে। তাহার পাশ চাউল জুত
গলায় পৈত, মুখ খানি মানুষের মত, গাত্রের
আছে 'বিদ্যাসাগর,' তাহার একটু দূরে নিহে
গুলি ভেক রহিয়াছে। ইহার মধ্যে একটা ক
ফুলিয়া ২ টাক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার গ
আছে "বঙ্গ দর্শন"। নিকটস্থিত ক্ষু
গুলি আনন্দে লক্ষ্য দিতেছে আর বলি

একটু ফুলেই বিদ্যাসাগরের মত ইহ
তৃতীয় ছবিটি দ্বারা বাঙ্গালি সাহেবকে এ
দ্বারা ভাষা সষন্ধে কোঁতুক করা হইয়াছে।

পোস্টাল বিভাগে জার একটা অবিচার হইয়া
ছে। পূর্বে নিয়ম ছিল ১৫ টাকা বে বেতন পায়
ক্রমে বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া তাহার বেতন
২০ এবং কুড়ি হইতে ক্রমে বৎসর বৎসর বৃদ্ধি
পাইয়া ৩০ টাকা হইবে। পোস্টাল বিভাগের ক-
র্তৃপক্ষীয়েরা এই ক্রম বৃদ্ধি উঠাইয়া দিয়া, ১৫।২০।৩০
টাকা বেতনের সীমা করিয়াছেন। কেহ আর ক্রম
বৃদ্ধি পাইবেনা, ১৫ হইতে ২০ এবং ২০ হইতে ৩০ এই
রূপে তাহদের পদোন্নতি হইবে। সম্প্রতি এই
নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে এবং ইহাতে বাহারা
১৫ হইতে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ঠিক ২০
পর্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই, এবং ২০ হইতে
বৃদ্ধি পাইয়া ঠিক ত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারেনাই,
তাহারা সমুদয় নিম্ন শ্রেণীতে অবনত হইয়াছেন,
অর্থাৎ যে ১৫ হইতে ১৯ টাকা বেতন পাইত সে ১৫
এবং যে ২০ হইতে ২৯ টাকা পাইত সে ২০ টাকা বেতন
পাইবে। যখন এই নিয়ম প্রচলিত হয় তখন ইহা দ্বারা
বে অনেকের প্রতি অসন্তোষ হইবে সে বিষয় কর্তৃপ-
ক্ষীয়েরা অনুমান করেন এবং এই জন্যে সাব্যস্ত হয় যে
যাহাদের বেতন কমিবে তাহাদের যেখানে উচ্চ বেতনের
কর্ম খালি থাকে সেই নিযুক্ত করা হইবে। আমরা
ভরসা করি কর্তৃপক্ষীয়েরা এই গরিবদিগের প্রতি
কৃপা দৃষ্ট করিবেন।

আমরা শান্তিপুর হইতে এক খানি পত্র পাই-
য়াছি। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে শান্তিপুরের
কমিশনারগণ যদিও পরোপকারী ও সচ্চরিত্র ত-
থাচ ইহারা কর্তব্যপরায়ণ নহেন। আমরা
মিউনিসিপালিটি সষন্ধে এইরূপ কথা প্রায়ই শু-
নিয়া থাকি, কিন্তু লোকের এখন এরূপ কথা কহি-
বার যে কি দাবি আছে তাহা আমরা জানি না।
গবর্ণমেন্ট যে রূপ নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে লোকে
ইচ্ছা করিলে অনায়াসে মিউনিসিপালিটির কার্যের
ভার আপনাদের হস্তে লইতে পারেন। তাহা হইলে
আর কাহার নিকট কোন অভিযোগ করতে হয়
না এবং কোন অত্যাচারও সহ্য করিতে হয় না।
শান্তিপুরের কমিশনারগণ অযোগ্য হন, গ্রামবাসীরা
সকলে একত্রিত হইয়া কেন দরখাস্ত ককন না, তা-

হা হইলে ইলেক্ট্রিক প্রণালী দ্বারা তাহার নিষ্
হাতে কার্যের ভার লইতে পারিবেন। শান্তিপুর
বৃহৎ গ্রাম, এখানে অনেক কৃত বিদ্যা ও প্রধ
ব্যক্তি আছেন। তাহারা বোধ হয় প্রতিবিধা
সুবিধা থাকিতে কখনই চুপ করিয়া কোন অন্যায়
কার্য সহ্য করিবেন না।

করাশিশরণ গত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যে
অপদস্থ হইয়াছেন তাহার কোন তুল নাই। কিন্তু
বিদ্যা, বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও উৎসাহে
এখনো যে তাহারা অনেক জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
তাহারও কেন সন্দেহ নাই। ডিলেসেপে স্ময়েজ খাল
খনন দ্বারা যে অদ্ভুত কার্য করিয়াছেন তাহা পৃ-
থিবীতে কোন কালে কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।
সম্প্রতি দুইজন ফরাশিশ পণ্ডিত আর দুইটি অ-
দ্ভুত কার্যে প্রবর্ত হইতেছেন। আলজিরারের
নিকট একটা মিল স্থান আছে। এক জন ফরাশিশ
মেডিটেরিনিয়ান সাগর হইতে জল আনয়ন করিয়া
এনে একটা বৃহৎ সমুদ্র সমুদ্র করিবেন প্রস্তাব

কাজের
একটা কোম্পানি
ফার করিয়া একটা
হাতে লক্ষ লক্ষ বিঘা ধানের জল
বৎসর ২ কোটি মন ধান উৎপন্ন হইবে, এ
মৎস্য, কাঠ, মধু প্রভৃতি নানা উপায়ে বিস্তৃত
উপাঙ্গন হইবে তখন লোকে উন্নত হইয়া
এবং যথা সর্বস্ব দিয়া এই কোম্পানির
কিনিতে লাগিল। শেষে ভাগ্য যে খে
তাহাও সকলি জানেন। কত
সহসা অত্যাশ্রয়শালী হ
লোকের সর্বস্বান্ত হইল।
রাজ এই রূপ আর
রাছেন। ইহার
নামক এ

ক্রসিও গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে
ইজারা লয়াছেন। এই স্থানই জলশূন্য মতভূমি
তিনি এখানে নদী কাটা জল আনয়ন করিবেন।
ইহাতে তাহার বিস্তর টাকা ব্যয় হইবে এবং তিনি
অসারলাও ও জর্ডেনী হইতে অন্যান্য এক লক্ষ লোক
এখানে আনিয়া উপনিবেশ বসাইবেন।

বড় বাজার গাই স্থান হিত্য সমাজের সম্পাদক
বাবু প্রসন্ন দাস মল্লিক ২৫, ১৫, ও ১০ টাকা র তিনটি
পারিতোষিক প্রদান করিবেন। "আরুর্ষেদ বিহিন
উপায় দ্বারা আর্ধ্যগণ ব্যাধিমন্দির শরীরকে ব্যাধি
হীন করিয়া পূর্বে কিরূপে সুস্থ ও সবল রাখিতেন
এতদ্বিধায়া বাহারা বিগুহ বঙ্গ ভাষায় উৎকৃষ্ট প্র-
স্তাব লিখিতে পারিবেন, তাহাদিগকে উক্ত পা-
রিতোষিক প্রদত্ত হইবে। প্রতিযোগীগণ কর্তৃক
তার বড়বাজারের অন্তর্গত জাব ষ্ট্রীটস্থ ৮০ নং
ভবনে ইংরাজী ১৮৭৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর
মধ্যে তাহাদিগের প্রবন্ধ সকল ডাক মতুল দি
প্রেরণ করিবেন।

আমরা "হেম নর্সি" নামক এক খানি
টিক প্রাপ্ত হইয়াছি। নটক খান
লাগিয়াছে। সঙ্গীত ও পদ্য

We are very sorry to hear that Rajah Barada Kanta Roy Bahadoor of Chancharah is very ill. May he recover soon!

Our readers will remember that Sub-Inspector Gopal Chunder Sing of Jessore was charged sometime ago with having taken a bribe from one Nilmoni Nath and committing rape upon his young and beautiful daughter. From a private letter placed at our disposal, it appears that he has been sentenced to 14 years' rigorous imprisonment.

The prosecution of Mr. Levien has naturally roused the vindictive feelings of a certain class of Englishmen. They want a victim to appease them. And where is that victim to be found? The audacious pleaders were fully prepared before they proceeded to beard the lion, and they do not much care the indignation of the Englishmen. Babu Doyal Sing is an independent gentleman and can do without their patronage, and so Umacharn Sen was selected. We hope Umacharn Babu will not be made the victim of a race-feeling, and that the leading men of Rungpore, now that the affair of the Judge has been finished, will try to extricate him, if innocent, from the clutches of the law.

cannal might overflow it and flood the surrounding paddy lands. It was just the time for gathering in *Aus* harvest. The fields looked yellow with ripe plants and men were busy day and night cutting them and bundling them over into large heaps. When about the first week of August some Railway men it is believed in spite of the orders of the Magistrate cut the bund and the result was disastrous. The sudden rush of water carried everything in its way and ten thousands of biggas of paddy lands were submerged. The ryots brought the matter to the notice of the Magistrate who deputed Babu Soorju Kumar Sen, the Dy. Magistrate, to make a local enquiry. After a careful investigation the Babu was satisfied that this cutting of the bund was done by the Railway people. Suspicion in fact has fallen on an European Assistant Engineer under Railway employ and we hear that the Magistrate intends to prosecute him criminally. The manager of the Railway Company was ordered to close the cannal at once and he did it accordingly. A fortnight after the bund broke again, whether through the force of the increasing waters in the river or the underhand help of the Railway men we are not aware. But the effect might be imagined was terrible. The surrounding country to the extent of about 14 miles went under water and though the actual amount of water is not ascertained, yet it is the belief of the people that sixty thousands of biggas of paddy have been destroyed. There is already a distress in Nuddea and it will be ten times the more by this fresh inundation caused by the action of the Railway Company. It was hitherto the practice of the planters only to cut bunds and destroy paddy plants by letting in a sudden rush of water, and now we have an additional evil door in the Railway Company! But who will repair this immense loss to the ryots? If each bigga yields 5 Rs., then these 60 thousand biggas would have fetched 3 lakhs of rupees. The flood would have no doubt brought some mischief but since it has been magnified by the impudent action of the Railway Company, it is their duty to make sufficient reparation. We hope Mr. Stevens, the energetic Magistrate of Kristonuggur, will take necessary steps in the matter.

The following is a copy of the plaint filed in the libel case against the printer and the editor of the *Saptahic Samachar*:—
The plaintiff is a missionary and religious preacher of the Brahmoo Somaj of India, and derives his support mainly from voluntary contributions of his co-religionists and of the sympathisers with the principles professed by the Brahmoo.
The plaintiff is also the manager of a Brahmoo institution, called Bharat Asram, wherein many Brahmoo and their families reside with a view to mutual instruction and improvement, intellectual and religious, and the plaintiff is responsible for the expenses of the said institution.
The defendant, Behari Lal Banarji, is the printer and publisher of a Bengali newspaper called the *Saptahic Samachar*, printed at 115, Amherst Street, in the town of Calcutta.
The defendant, Jadu Gopal Chatterji, is the editor and managing proprietor of the said paper.
The defendants, with the intention of degrading him to public hatred, contempt, and ridicule and of causing to cease the voluntary contributions by

which he is supported, and from time to time, printed and published, and caused to be printed and published, in Calcutta, certain false, malicious, and defamatory statements and comments, the particulars are as follow:—
(Here authorized translations of numerous defamatory passages are extracted from the *Saptahic Samachar*, some of which are given below.)—
"The other pious hermits of the Bharat Asram, who are devoted to religion, and are protectors of the female sex, having shown proper respect to a resident Brahmika sister of the Asram, robbed her of her ornament of the neck, and sent her away after giving her instructions on the vanity of worldly wealth. What purity of brotherly feeling! What sublime moral sentiment!"
"Alas! even robbers sometimes hesitate to commit outrages on helpless females. But wicked and vile Brahmoo preachers did not hesitate to receive ornaments off the neck of a helpless female," meaning thereby that the plaintiff was a vile and wicked Brahmoo preacher and was worse than an ordinary robber, and had committed, and was capable of committing, outrages upon helpless females, such as robbers sometimes hesitated at.
"Alas! is there no one to curb these demons? O Brahmoo missionaries! Black sheep!"
"All of you unite to dam up this stream of evil. There is no more time. Ye common Brahmoo, earnestly do we entreat you not to encourage these low people with your contributions of money!"
"In fact, the world has not perceived what a jewel a progressive Brahmoo is. Brahmooists who live in other parts of the country are captivated, and send wives and daughters dear as their own lives to the Bharat Asram. There they have special instructions. Miss... has gone to eat the... of

the cooking pots. Sisters... have a heart thinking of marriage. In fact, in the student spends the time in such pleasure that seeing unmarried young widow's heart would not be settled? Let Brahmooists in other parts of the country try now beware. I have travelled in many parts of the country, and, having seen and heard much, I say that a progressive Brahmoo is another name for a Jesuit. Maria Monk will soon reveal all."

The above extract means that the Bharat Asram, so managed by the plaintiff as aforesaid, was the scene of very foul immoralities, such as had been attributed to certain convents by a person writing under the name of "Maria monk," and that the said institution was of such a character that the iniquities therein practised were shortly about to be exposed and that the plaintiff and co-missionaries were implicated in such immoralities, and had grave reason to fear the exposure.

The plaintiff charges that the words hereinbefore set forth and complained of are false, foul, and defamatory libels, and that the defendants have thereby attempted to blast the character of the plaintiff, and that the defendants have thereby imputed to the plaintiff qualities and conduct tending to degrade and disparage the plaintiff, and to injure him in his calling of a religious preacher and manager of a religious establishment, and to expose and hold him up to public hatred, ridicule, and contempt.

The plaintiff has been greatly injured and disquieted by, and has suffered great anguish of mind from, the false, foul, and defamatory libels set forth, and the plaintiff claims Rs. 10,000 as damages.

The plaintiff has no vindictive feeling against the defendants, nor any desire to make gain out of the wrongs he has suffered; but he is advised that to have the defendants mulcted in damages and costs is the best means he can adopt to prevent a repetition of the like conduct, unless the Hon'ble Court shall see fit, under section 93 of Act VI of 1856 to issue an injunction against the defendants.

CLASS AGAINST CLASS:—The Eurasian community are making gigantic efforts to have themselves recognized as belonging to the ruling race. The Mahamudans have their organs, the Hindoos have theirs and the Englishmen of course have theirs too. The Eurasians fight with the Hindoos, they think that the Mahamudans are beneath their contempt. The Mahamudans and the Hindoos and the Englishmen are too much afraid to fight with all, and everything is considered for the sake of races they frown at the Hindoos to keep pace with the Mahamudans, for in the race of Mahamudans, they lagged far too behind. He has some contempt for everybody but not English. He has some contempt for the Mahamudans, for in the race of Mahamudans, they lagged far too behind. He has some contempt for the Hindoos for their persistent efforts to fight with the race; and he has some contempt for the Eurasians whose consideration he does not acknowledge. He has some contempt for the fight of the races the loss of the race and the gain is of the race and weaken ourselves for the dominant race. The *Ajijan* paper, conducted by Mahamudans, tried to subordinate. Now it is subordinate, the idea that the said Mahamudan Editor tries to make a sensational affair out of an every day occurrence. The Editor however by the time he reached his point; he succeeded in convincing his Mahamudan patrons, that he was intensely sincere friend of that community. But though the Editor served himself by the

of ruining the institution from time to time, printed and published, and caused to be printed and published, in Calcutta, certain false, malicious, and defamatory statements and comments, the particulars are as follow:—
(Here authorized translations of numerous defamatory passages are extracted from the *Saptahic Samachar*, some of which are given below.)—
"The other pious hermits of the Bharat Asram, who are devoted to religion, and are protectors of the female sex, having shown proper respect to a resident Brahmika sister of the Asram, robbed her of her ornament of the neck, and sent her away after giving her instructions on the vanity of worldly wealth. What purity of brotherly feeling! What sublime moral sentiment!"
"Alas! even robbers sometimes hesitate to commit outrages on helpless females. But wicked and vile Brahmoo preachers did not hesitate to receive ornaments off the neck of a helpless female," meaning thereby that the plaintiff was a vile and wicked Brahmoo preacher and was worse than an ordinary robber, and had committed, and was capable of committing, outrages upon helpless females, such as robbers sometimes hesitated at.
"Alas! is there no one to curb these demons? O Brahmoo missionaries! Black sheep!"
"All of you unite to dam up this stream of evil. There is no more time. Ye common Brahmoo, earnestly do we entreat you not to encourage these low people with your contributions of money!"
"In fact, the world has not perceived what a jewel a progressive Brahmoo is. Brahmooists who live in other parts of the country are captivated, and send wives and daughters dear as their own lives to the Bharat Asram. There they have special instructions. Miss... has gone to eat the... of

of the people of India by rousing race feeling and pitting one race against another. The Hindoo Editors oftentimes commit the same fatal mistake. The country was ours no doubt, but since the Mahamudans have established themselves in it we cannot expel them. We must manage to live amicably together and lend a helping hand to each other. To the honor of the Mahamudan community be it said that they do not now a days repel the advances of the Hindoo community. They are quite willing to make a common cause with us. When we speak of the Mahamudan community we of course exclude those hot headed few, called Wahabis, who are in war with not only the Government but the whole human race.

But the greatest difficulty is how to deal with the Eurasian community. One of the safest way of governing a nation despotically is to split it into different factions. We cannot blame the Government if it adopts the policy, but the nation must avoid intestine broils if it wishes to retain the privileges of freemen. Now to our thinking the Eurasian community are an anomaly in the composition of our nation. Descended from Europeans, retaining English habits and manners they naturally seek the alliance of the dominant race. They look down on the Natives with contempt and would rather sweep the kitchen of an Englishman, than mix in equal terms with the Natives.

But the greatest difficulty is how to deal with the Eurasian community. One of the safest way of governing a nation despotically is to split it into different factions. We cannot blame the Government if it adopts the policy, but the nation must avoid intestine broils if it wishes to retain the privileges of freemen. Now to our thinking the Eurasian community are an anomaly in the composition of our nation. Descended from Europeans, retaining English habits and manners they naturally seek the alliance of the dominant race. They look down on the Natives with contempt and would rather sweep the kitchen of an Englishman, than mix in equal terms with the Natives.

these—the possession of... ledge, which fits a man for authority."

Last week as we were going to press, a correspondent informed us that through the culpable negligence on the part of the Eastern Bengal Railway Company, thousand biggas of paddy lands have been swept away by the flood. The news was so terrible and startling that we could hardly believe it, and one of us went personally to inspect the scene. The sight which presented itself to our view was indeed a harrowing one. There is one sheet of water from Arangghatta to Kristogunge a distance of 12 miles. From an experienced Government officer, whom we met in the way, we gleaned the following facts. After the memorable inundation of 1871 which washed away several bridges and railway embankments, the Eastern Bengal Railway Company caused a great excavation to be made near a place called Kata Khal and connected it with the adjacent river Echanutty by a canal along the Railway embankment. The object was to fill this reservoir with water which would act as a set off against the powerful current of another flood and thus ward off its disastrous effects on the bridges and embankments. A bund was constructed at the mouth of the caunal towards Echanutty and it was to be cut and waters of the river let into the reservoir as soon as the signs of a flood were visible. In the latter part of July last, the waters of Echanutty began to rise and the Railway Company cut the bund when the Magistrate of Echanutty forbade them to do so. The result was that a great quantity of water through their

Natives they reject with scorn, and would rather thrust themselves amongst Europeans, when not wanted. The Englishman in India has a peculiar feeling for the Eurasians. Their organ, the *Indian Daily News*, may advocate their cause, the Eurasians may urge their claims, but the feeling remains unchanged. The thing is that an Englishman has a peculiar antipathy for black color, and as the Eurasians are not whiter than their fellow countrymen the Hindoos, they have small chance of mixing on equal terms with the Englishmen. The question is how are the Hindoos to deal with the community. Thousand of years ago the Aryans of India had a grand problem to solve, how to unite the whites and blacks, that is Aryans and non-Aryans without injuring the blood of the former. The Americans do not know what to do with their black negroes, they are a growing population and the wisest statesman staggers at their rapid growth. In India the Eurasians are neither Indians nor Englishmen, not liked by either but hated by both, and are rapidly growing into a disorderly and we are afraid dangerous community. The other day we were startled to read a correspondence in the columns of their organ, where a Eurasian was contemplating with complacency the growing importance of their community and boasting that a time will come when they will expel the British from the country. Such ideas no doubt cross the minds of some of the community who looking at their number and carrying with them the prestige which a hat, coat, and boot give rise to, think that a Washington may rise amongst them to lead them successfully to occupy the throne of India!

It is urged by them that their lot is with the dominant race, that during the sepy war they were as much brutally treated as the Europeans, and that in times of danger, it is their interest to cast their lot with Government. There is no doubt a great deal of truth in the above, but there are some considerations which must not be lost sight of. It is quite true that during those troublesome times they were persecuted, but so were the Native Christians and so were the Bengallee Babus even. Their loyalty to the Government is undoubted, because they are half English in ideas, manners and blood; but the Americans are pure in blood yet when it served their interests they fought with the mother country. The Eurasians have at least a portion of indigenous blood in their veins, and to speak candidly, this union of blood has produced a very happy result. But whatever their demeanor may be towards the Government, to the Hindoos they are a formidable foe. Because they roam in the same element with the Hindoos; Englishmen soar too high. Keraneedom was considered the monopoly of the Hindoos, but is no longer so, indeed all the best of the inferior posts have been snatched by them from the Hindoos. If they had supplanted the Hindoos by fair competition that would have been quite different; but a fair competition with the Hindoos is quite out of the question. Yet for various considerations, they are more generously treated than the natives.

It is difficult to suggest a means by which an amicable feeling might be brought about between the Eurasians and the natives. The Eurasians demand the homage due to Englishmen alone; and the natives treat such pretensions with contempt. The higher posts in the land have been monopolized by Englishmen and to the officials left them there is a formidable competitor in the Eurasian community. They have already ousted the Natives from many departments, they are now clamoring after separate institutions for them. They want separate schools for their children and they want to be treated exactly like Englishmen. If they succeed by their agitations, then fare-well to the prospects the Natives of the soil. If Government yields the clamor and gains them by conferring them special privileges, it will lose the heart of another portion of Her Majesty's subjects. If the Government means to do something for the Eurasian community, the best course would be to send them to colonize Australia or some other English colony. In India they are fast sinking and no special favors can save them. Let them be removed to a more suitable climate and as appears from what the Eurasians say, they are so for a colony. Here they want the privileges of Englishmen, which Government does not mean to give them; here they are fast sinking, and if they are a disgrace to the English religion and humanity; it is a change of climate that can save them. To have a colony in India may not be possible, for all be more costly, and it may lead to unforeseen danger.

was located here, Bombay would have probably taken the lead in India. Bengal has two great advantages over Bombay. The lands are permanently settled in this country and this boon, granted by the English, has created a class of independent gentlemen who have thus leisure to think of other higher things than merely of the ways and means how to fill the belly. In the N. W. Provinces, the great struggle of the nation is how to appease hunger, and the people there are sinking and sinking into the depths of misery. The whole nation presents a spectacle of woe and misery which is seen only in India and which has been faithfully described by the noble correspondent of the *Times*. In Bengal, a portion of the people have some comfort, and though our legislators have been persistently trying to introduce means by which the ryots and zemindars may ruin each other, yet there are men in Bengal who can sit at their ease and can even spend money for pleasure. The life of a land-holder is easier than that of a merchant and he has greater leisure and opportunities of improving himself and devoting his time for the benefit of his race. The consequence was, that the schools and colleges flourished in Bengal, and philosophers, poets and politicians sprang up in our country. A life of ease has its drawbacks too, it partially demoralises a man and disposes one to laziness and is fatal to a spirit of enterprize. In Bombay, land paid the people very little. What it paid was swallowed up by Government and there was no incentive to improve their lands, as long as there was the fear of a periodical settlement. But the people of Bombay did not sink under the weight of the 30 years settlement like the people of the North West. They struggled to keep themselves afloat and took to trades and manufactures. The peculiar position of their capital determined them as well, for it is said that Bombay has the finest harbour in the world. The life of a merchant is not easy, and is scarcely favorable to the study of philosophy, but it imparts energy and a spirit of enterprize. Circumstances also favored Bombay. The Suez Canal, the American war all tended to the growth of Bombay and if there are any people in India who are improving they are the people of that Presidency. The Bengallees are rotten within, the higher classes are disappearing, the Bramhins, Kayasts and Vadyas are not improving in wealth and number, there is a great chance of the higher classes being extinct within a comparatively short time. The ryots are in a place to the present ryots; the nation is becoming leaner and shorter and the whole is suffering from ill health. Land is improving, but the people are not getting an account of that, simply because every piece of land has his suit, and a suit means a heavy Government. Moreover there is a limit to improvement in land and as a matter of fact holders are sinking in debts. But unlike land merchants can multiply their riches, and the people of Bombay as merchants have prospered and are successful. They are competing with the people in her own element, they have firms in England and business all over the world. Those who improve the lands are no doubt benefactors to their country, but so are the merchants who bring wealth into the country and impart a spirit of adventure and enterprize. If all the Provinces were to follow in the wake of Bombay, India would be regenerated within the course of a quarter of a century. Indeed Bombay has adopted a healthier course than Bengal to rise in the scale of nations. We clamour for posts of responsibility and fight directly with our rulers. Our fight is with the Anglo-Indians, the Bombayites are fighting with British merchants and manufacturers. We depend entirely upon the generosity of our rulers, who, if they choose it, can close the doors already opened to us. But it is a difficult task to resist the people of Bombay in their attempt to improve the weaving manufactures of our country. A despotic Government can no doubt throw obstacles in the way of free trade, yet it has some concern for its revenue. The Government can be on most occasions led by the nose by the British Merchants, but it is extremely doubtful whether they can make it sacrifice a considerable portion of its revenue. India owes a debt of immense gratitude to Bombay for her efforts to revive the weaving industry of the country. The looms which supplied the whole of the world were stilled we feared for ever, but the people of Bombay have shewn that there is yet vitality in the nation. Manchester is clamoring for the reduction of duty but even if Government sacrificed India to this selfish clamor, we wonder how could the people of Manchester hope to compete with India where labor is 50 times cheaper and after paying the expences of freight, insurance and so forth. If this new enterprize succeeds, and we fervently pray to God that it may, the advantage to the nation directly and indirectly, will be immense. The enterprize has also a political significance. The lesser India pay to England, the more she will be generously treated. Selfishness has blinded the moral perceptions of the English people, and it will be doing a truly loyal work, by removing that cause of selfishness. If India paid less the English people would not much care to give the people some power, and if India paid nothing at all, they would not object to leave the country into our hands.

Another great advantage which Bengal has over Bombay is that the capital city is in the former

have secured some inferior posts in Imperial Departments and have some voice, however feeble, in the administration of the country. They always come in direct contact with the Supreme Government and so the local Government cannot tyrannise over them with ease and sometimes safety. They have studied the English character more narrowly and has immensely profitted by it. By this close study, they have discovered the weak and strong points in English character and have learnt to fight Englishmen in their own ground. They have learnt the value of political agitation and the advantages of unity. Coming in contact with freeborn Britons, they strove to be a nation and the leaders of native society tried to create a national feeling amongst their less enlightened country. They have partially succeeded, in as much as the Bengallees possess a more intense national feeling than perhaps any other Hindoo nation in India. They watch with keen interest the movements of Government, discuss Government measures earnestly, combine to resist oppression, sacrifice time and money for general welfare. So strong is this national feeling in Bengal, that the people have come to a determination not to submit tamely to any oppression of any man whatever. The Imperial Government is beyond the reach of the people of Bombay. Calcutta as the centre of political thought trained the inhabitants of the City, but in Bombay the atmosphere was not as in Calcutta saturated with political sentiments but flakes of cotton. Bombay has not been able to keep pace with Bengal in this respect. Its ablest papers, the *Native Opinion*

Indu Prakash men to *Indu Prakash* vainly strive to rouse their countrymen again to make some interest in politics. But here again Bombay has opened out another political chance in itself. If the people of that Province do not permit direct contact with the Imperial Government the Bengallees nearer to the Home Government than Indians, the Bengallees deal with Anglo-Indians. The Bengallees, with Englishmen of England. The Bengallees, when danger threatens them, run to the Government. The danger threatens the India House, for the people of Bombay are more England-going, if we may use the expression, than the Bengallees. So the Bengallees of Bombay their East India Association, the people of the Western Presidency have commenced to agitate Indian question however feebly in England, while the Bengallees have not as yet taken a single step to move the people in England. Bengallees want a Parliament in India, and people of the Western Presidency a representation of India in English Parliament. Here again to our humble thinking the people of Bombay have adopted a healthier course to have their grievances removed. The strength of the India Government comes not from the people of India but from Home and it is more effective to attack Scipio-like the strong hold of the enemy. It is said that no sooner a slave touches British soil than his shackles fall, but it is so quite true that no sooner a free man touches the soil of India he either becomes a tyrant or a slave. To move the hearts of such men is more difficult than of those who have never breathed the taint of those who have never breathed the taint of India. The national feeling is intensely roused of India. The national feeling the Anglo-Indians have a coin in a foreign country and serves to help each other, and impact amongst themselves which characterizes the English municipal feeling is wanting here. The interests of the Anglo-Indians clash directly with those of the natives, and the privileges granted to the Natives, are so many privileges taken from them. The measure which benefits them injures the Natives and which benefits the Natives, injures them. If they grant a boon to the Natives, they cannot but do it by making some sacrifice of their interest. Such is the position of these two classes of people in India, the Englishmen and the Natives. But the people of England have no direct interest to sacrifice to serve the Native. So it is extremely foolish to hope to regenerate India through Anglo-Indian agency. If we seek foreign help we must go to the people of England, and thus to our humble thinking the people of the Western Presidency have adopted the right course for political agitation. It is on these considerations that we have resolved to try the experiment of publishing an abstract of the Native Press of India and distributing it in England, and we shall commence operations immediately after the Pooja vacation. For the East Indian Association, we have to thank our brethren of the Western Presidency, but we humbly think that their plan of representing India in Parliament is not a wise one. If India could be adequately represented that would have been very good thing perhaps, but it is infinite times better to remain unrepresented, than to be inadequately represented. Ireland is represented in Parliament but yet Patrick complains that the representation is nearly nominal and that under the cover of this so-called representation, the British Parliament does whatever it likes with the affairs of the country and carries matters with a high hand. There is another consideration. We would like to have a separate existence and would not like to lose our identity. The Scotch agreed to the Union because they and the English differed very little, but we do not know what

বিজ্ঞাপন ।
**GREAT NATIONAL
 THEATRE.**

BEADON STREET PAVILION.

Saturday the 10th October 1874.

Opera ! Opera !! Opera !!!

For the last time, the most successful piece

সতী কি কলঙ্কিনী !

To conclude with the Melo-Drama

ভারতে বন !

NOGENDRA NATH BANERJEE

MANAGER

সংবাদ ।

—নীল গিরি পর্বতে অতি উৎকৃষ্ট চা হইতেছে ।
 —বারু নীল কমল মিত্রের রেলওয়ে কোম্পানির সহিত সমুদয় সম্পর্ক লোপ হইবে । এই মাসের ১ লা তারিখ তাহার মিত্রালয় সমুদয় বন্দ হইয়াছে । কি অবিচার !

—গত ১৮ ই সেপ্টেম্বর তারিখে আর একটি ইংরেজ

কমিউনিষ্ট কলিকাতায় আসিয়াছেন । ইহার নাম

টমাস জনসন এবং রেলওয়ের মধ্যে ইনি কার্য

করিতেন । তিনি পূর্বে বঙ্গকাল আমেরিকান জাহাজে

সেলারের কাজ করিতেন । আড়াই বৎসর পূর্বে হইল

তিনি জাহাজের কার্য পরিত্যাগ করিয়া রেলওয়ের ম

ধ্যে কোন কার্য প্রবর্ত করেন । ইংলণ্ডের এক

জন বিবিক বিবাহ করিয়া তিনি মহা সুখ কাল বাপন

করিতে থাকেন । স্ত্রী লোকটি অত্যন্ত মদ্যাসক্ত

ছিল । টমাস অনেক চেষ্টা পাঠিলেন, কিছুতেই তাহার

স্বভাব পরিবর্তন হইল না । তিনি নন্দগম নামক স্থানে

বাস করিতে গেলেন, তথায় তাহার স্ত্রী ভারি মদ পান করিতে

লাগিল । অত্যন্ত অসহ্য হওয়ায় তিনি এক দিন গুপ্তর

দ্বারা তাহাকে বাহির করিয়া দেন । সে

ভিত হইয়া এক জন মুসলমান সিপাহিকে বিবাহ

করিল এবং মুসলমান হইল । তিনি মুসলমান হইয়া

তাহার স্ত্রীকে আবার গ্রহণ করিয়াছেন ।

—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি

যে, পুষ্টিয়া নিবাসী ৬ গোবিন্দ নাথ সেন, যিনি রাজ

পারেশ নারায়ণ রায় বাহাদুরের পেস্কার ছিলেন, তিনি

গত ৮ই আশ্বিন তারিখে ক্ষেপিয়া অত্র বোরালিয়া

মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন । ইহাকে নৈন করি

আবাড় তারিখে পুষ্টিয়াতে ক্ষিপ্ত শৃগাধরীরা আরো

রাছিল । তৎপর নানা বিধ উৎসাহপন্থক অত্র বোরাল

িয়া হইয়াছিল, পরে দবস পরে জন দেখিয়া অত্যন্ত

ভয় কারতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি শুনিয়া ছিলেন যে,

বাত প্রকরণ শিক্ষা করিতে মান্চেফোর্সে গিয়াছেন ।

—পাটনার একটি সভা হইবে, তথায় যে সকল পাট

নার ভদ্র লোক দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য করিয়াছেন,

তাহাদিগকে কি রূপ সম্মান দেওয়া যাইবে তদ্ বিষয়

সাবাস্ত হইবে । লেঃ গবর্নর উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবেন ।

—আসামের এক জন সাহেবের বিবৃদ্ধি এক জন

চৌকিদার হত্যা করা বলিয়া যে চার্জ আনা হয়, কমিস

নর তাহা ডিসমিস করিয়াছেন ।

—টানার বজ্রাঘাতে তিন জন বালকের মৃত্যু হই

য়াছে ।

—লর্ড নেপিয়ার আর এক বৎসর দৈন্যাদ্যক্ষ থাকিবেন ।

—গবর্নর জেনারেল আগামী ১০ অক্টবর তারিখে

হাজারিবাগে যাত্রা করিবেন ।

—আমরা এক খানি বিলাতি সম্বাদ পত্র হইতে অব

গত হইলাম যে প্রিন্স অব ওয়েলসের ঋণ মহারাণী

বিকটরিয়া নিজ হইতে পরিশোধ করিয়াছেন ।

—আমরা বিশ্বস্থ সূত্রে অবগত হইলাম যে নওখালি

খণ্ড করিয়া পৃথক করার কোন কথাই গবর্নমেন্টে হয়

নাই এবং তাহার নিমিত্ত গবর্নমেন্টে কেহ কোন দর

খাস্তা ও করে নাই ।

—মিরারে লিখিত হইয়াছে যে বিখ্যাত জালেম প্রাণ

রুক্ষ হালদারের মৃত্যু হইয়াছে । মৃত ব্যক্তিকে গালি

দিতে কেবল মিরারের ন্যায় ধার্মিক পত্রিকাই পা

রেন ।

—কলিকাতায় গুজব উঠিয়াছে যে ডাক্তার চক্র

বর্তী লণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন । সেবার

কলিকাতায় তারি ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, সেবারও

তিনি মৃত্যুর এই রূপ গুজব উঠে । আমরা ভরসা

করিয়া থাকি যে ডাক্তার ন্যায় এ গুজবটিও মিথ্যা হইবে

।

—আমরা পাইতে দেখি গণ কর্তৃক ৫১ খানা সম্বাদ পত্র

প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

—লণ্ডে নতুন এক রকম প্রস্তুত হইয়াছে ।

—শুধু বায়ু কর্তৃক চালিত হইবে এবং ইহা দ্বারা

সাহায্য হইবে ।

—আরারট পর্বতের নিকট হইতে এক খানি সম্বাদ

পত্র প্রকাশিত হইতেছে । ইহার নাম, লুইস অব

আরারট । ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে আমা

নিয়াতে ২০ হইতে ১৬০ টাকার স্ত্রী বিক্রয় হয় । সেখানকার

লোকে বিশ্বাস করে যে একটি ষণ্ডার উপর পৃথিবী অব

স্থিতি করিতেছে এবং ইহার শৃঙ্গের উপর যখন মাছি

বসে, ষাড় ষাড় নাড়িয়া উহা উড়াইয়া দেওয়ার নিমিত্ত

যত্ন করে এবং সেই সময় ভূমি কম্প হয় । তাহার

আরো বলে যে আরারট পর্বত শিখরে স্বর্গীয় ভূতের

অবস্থিতি করেন ।

—পবলিক ওপিনিয়ান শুনিয়াছেন যে সংপ্রাত এক

জন রুশিয় গবর্নর ইয়াকুর খাঁর নিকট উকিল পা

ঠান । এবং রুশিয় গবর্নমেন্টে বলিয়াছেন যে তাহার

ইয়াকুর খাঁকে টাকা ও লোক দ্বারা সাহায্য করিবেন ।

বাপের বেগার ইংরাজেরা বহিতেছেন, ছেলের বেগার

রুশিয়গণ বহিতে আরম্ভ করিলেন ।

—বোম্বাইতে একজন এক খান খামের মধ্যে

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে অনেক গুলি পত্র ডাকে পাঠান ।

ইহা পোস্টাল বিভাগের কর্তৃপক্ষী ররা স্ত্রাত হইয়া

পত্র প্রেরক গবর্নমেন্টকে প্রবঞ্চনা করিবার যত্ন করিয়া

ছেন বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ করিয়াছেন ।

—এক খানি আমেরিকান সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত

হইয়াছে যে কর্পূরের ধূমাতো মশা মরিয়া যায় । এটি

অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে ।

—ইংলণ্ডের মহা সভাতে এক রূপ টানা পাখা ব্যব

হার হইতেছে । ইহা বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হয় ।

—অযোধ্যার অন্তর্গত গোণ্ডা এবং বারেচের কোন

স্থানে বন্য জন্তুর এক রূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, যে

অনেক গ্রামে কৃষি কার্য একেবারে বন্দ হইয়াছে ।

মনে করে ব্যাত্র বধ করিলে তাহাদিগের অমঙ্গল

হইবে ।

—১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে সাহাজাহালপুরে ভয়া

নক রুষ্টি হইয়াছে । রুষ্টি অনবরত ৭ ঘণ্টা হয় । প্রায়

সমুদয় ছাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । রুষ্টি ক্ষান্ত হইলে

চতুর্দিক কেবল জলময় দৃষ্ট হয় । ৫৮০০ মৃত্যুকা নির্মিত

ও ৫৮০ ইফক নির্মিত গৃহ পড়িয়া গিয়াছে ।

—মাস্ত্রাজ রেলওয়ে কোম্পানি ডিটেক্টিভ পোলি

সে স্ত্রীলোক গণ্ডে নিযুক্ত করিবার মনস্থ করি

য়াছেন ।

—কিছু দিন হইল একটি স্ত্রী লোক শুভাদৃষ্টক্রমে

আশ্চর্যরূপে মৃত্যু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে

জেলের এক জন পুলিশম্যান তাহার নিকট বিবাহের

প্রস্তাব করায় সে তাহা অগ্রাহ করে । তাহার মন

এক জন সুদৃশ্য যুবকের উপর আকৃষ্ট হয় । ইহা জানি

তে পারিয়া পুলিশম্যান রাগান্বিত হইল এবং স্ত্রীলোকটিকে

বধ করিবার নিমিত্ত বন্দুক পুরিয়া তাহার গৃহে প্র

বেশ করিল । স্ত্রীলোকটি খাটের উপর শায়িত ছিল ।

তাহাকে নানা প্রকার গালি দিয়া পুলিশম্যান বলিল

যে সে কখন অন্যের স্ত্রী হইতে পারিবে না এবং তা

হাকে বধ করিয়া সে সে পশু বন্ধ করিবে । পুলিশম্যান

ঠিক করিয়া বন্দুক ছাড়িল । আশ্চর্যের বিষয় গুলিতে

কেবল তাহার মস্তকের চর্ম মাত্র উঠিয়া গেল, বিশেষ

আঘাতলাগে নাই । হত্যাকারী ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের

সম্মুখে সমুদয় স্বীকার করিয়াছে ।

—মাস্ত্রাজের সেট জর্জ ক্যাথিডাল নামক গি

ঘরে গত বুধবারে অনেক খৃষ্টান সমবেত হন । যে

মাত্র পাদ্রি সাহেব কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, অমনি গৃহ

মধু মক্ষিকায় পরিপূর্ণ হইল । পাদ্রি সাহেব এবং আ

ন্যান্য সকলে ভয়ে দৌড় দিয়া গৃহ পরিত্যাগ করি

লেন । তাহারা বোধ হয় মনে ২ ভাবিয়া ছিলেন যে

সরভানের কাজ ।

—বোম্বায়ে একটি হিন্দু যুবক মুসলমান হওয়ার তারি

খণ্ডিত হইতেছে । হিন্দু সম্প্রদায় কেবল সুখ

আশ্বালন করিতেছে এবং মুসলমানেরা তাহা দৃক

করিতেছে না । হিন্দুরা পরামর্শ করিতেছে যে দো

বন্ধ করিয়া মুসলমানদিগকে তাহার কষ্ট দিবে ।

—ভিজয়ানাগ্রামের মহারাজার সম্মুখে একটি চুরি

হয় । তিন জন কনকটবন অনেক পরিশ্রম করিয়া দুই জন

চোরকে ধরিয়াছে । তাহাদিগের বিবৃদ্ধি ডাকাইতির

চার্জ আনা হইয়াছে এবং তাহারা সেসন কোর্টে অর্পিত

হইয়াছে ।

—৩ই হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্ত্রীহট এবং তা

হার নিকটবর্তী অন্যান্য স্থানে ভারি রুষ্টিপাত হইয়া

ছে । কাছাড় পর্যন্ত সমুদয় স্থান জলে প্লাবিত হইয়া

গিয়াছে ।

—অনেকে অনুমান করেন যে বরদায় যে এক জন

রাজ বিদ্রোহী ধৃত হইয়াছে, তাহার নাম হাজি । এই

হাজি ৫৭ সালের খ্রীষ্টাব্দের সময় জাল সিল করিয়া

সুপ্রখ্যাত হয় । আবার শুনা যাইতেছে উক্ত বি

দ্রোহী হাজি নয়, যেহেতু হাজি নাকি ধৃত হ

ছিল এবং তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে ।

—এক শত টাকার অধিক বেতনভুক্ত কত ই

রোপীয়ান ও ফিরিঙ্গি কর্মচারি আন কতিন্যাপ্ত সান্তি

সে নিযুক্ত আছেন, গবর্নমেন্ট তাহার তালিকা চাহি

য়াছেন । আরও কত শ্বেত মনুষ্য কর্ম পাইতে পারে

সম্ভবতঃ তাহাই স্থির করিবার জন্ত গবর্নমেন্ট এক

তালিকা চাহিয়াছেন ।

—শুনা যাইতেছে কটকবাসীরা যাহাতে উড়িয়ায়

লগয়ে চালান হয় তজ্জন্ত টেম্পল সাহেবের নিক

দরখাস্ত করিবেন ।

—মাস্ত্রাজের দরিদ্র ইউরোপিয়ানগণ তাহাদিগে

অবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টে দ

খাস্তা করিবেন । সম্ভবতঃ তাহাদিগের দিকে

মেন্টের দৃষ্টি পড়িবে, যেহেতু তাহাদিগের বর্ন শ্বেত

—দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের সাহায্যের জন্ত

সাহায্য উঠিয়াছে ।

—বোম্বাইয়ের এক জন পারসি আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতেছেন। তিনি মধ্যে ২ তাহার ভ্রমণের বিবরণ লিখিয়া তাহার বন্ধুদিগের নিকট প্রেরণ করিতেছেন।

—ইফ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি তিন জন ভদ্র লোকের নামে কলিকাতা পোলিসে নালিশ করিয়াছেন। তাহারা হাওড়ার আসিফট স্টেশন মাফটার হিন্দুস্থানি দিগকে প্রহার করেন শ্রুত দোষ উল্লেখ করিয়া সাধারণ পত্রিকায় লিখেন।

—জাতি ভেদ অদ্যাপিও পশ্চিম ভারতবাসীর মনে বদ্ধ মূল আছে। বোরস নগরের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকেরা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষদিগের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন যে তাহারবুজি ও অন্যান্য নীচজাতি দিগের সহিত এক গাড়িতে গমনাগমন করিবে না।

—ব্যভারিয়ার রাজা দ্বিতীয় লুই সত্বর ভারত দর্শন করিতে আগমন করিবেন। তিনি এক্ষণে পারিস নগর যাইছেন। শুনা যায় তিনি অতিশয় সঙ্গীত প্রিয়।

—উদয়পুরের মহা রাজা অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

—চার্লস স্টাভেলি বোম্বাইয়ের সৈন্যধ্যক্ষ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন।

—ক্ষিপ্ত হস্ত সাহেব যিনি উন্নতবস্থায় দুই জনকে বধ করেন, ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছেন। লিভারপুলে পৌঁছিলে তাহাকে রোরডমুরের পাগলা গারদে রাখা হইবে।

—সদর আমিরের সহিত বুখারার রাজা কোকার খানের যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে কাসিমাবাদের বুখারার রাজা এবং খাঁকে ইয়র খন্দ লইতে পরামর্শ দিয়াছে।

—আমেদাবাদে একটা হিন্দু বালিকা ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা দিতেছে।

—এক জন ইয়ুদী দুই জন মদমত ইংরেজের সহিত এক গাড়িতে পুনায় যাইতে ছিল। পথিমধ্যে ইংরেজ দ্বয় ইয়ুদীকে আহত ও তাহার প্রতি নানা প্রকার উপদ্রব করে। রেলওয়ে মাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে জরিমানা করিয়াছেন।

—কলিকাতায় আর এক জন মহান্তকে লইয়া যে মোকদ্দমা হইতেছে তৎসম্বন্ধে ফরিয়াদি রাখা কিশোর দেব জবানবন্দীর সার মর্ম আমরা গতবারে দিয়াছি। ফরিয়াদির স্ত্রী চঞ্চলা দাসীর জবানবন্দী আমরা নিম্নে দিলাম। রাখাকিশোর জাতিতে মূত্রধর।

“আমার আর এক নাম রাখাঙ্গনী দাসী। আমি পিবাহিতা স্ত্রী। আমি রাখা কিশোর দেব স্ত্রী। প্রায় ১২ বৎসর হইল আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার বয়স বিশ বৎসর। আমাকে বাহির করিয়া লইয়া বাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি আমার স্বামীর গৃহে বাস করিতাম। আমি প্রথম ও দ্বিতীয় আসামিকে চিনি। প্রায় চারি মাস হইল প্রথম আসামী আমাদের বাটতে আইসে। সে আমার বন্ধুত্ব ঘুচাইবার নিমিত্ত চিকিৎসা করিতে আইসে। প্রথম সে আসিয়া আমার হাত দেখিয়া বলে “তোমার একটি সন্তান হইবে এবং সে সন্তান বাঁচিয়া থাকিবে। আমি তোমাকে যে ঔষধ দিব তাহা খাইতে হইবে।” আমার স্বামী তখন উপস্থিত হলেন। প্রথম আসামী আমার স্বামীর সহিত বাহির হইতে কথ্য বাতী কহিয়াছিল। সে আমার সাক্ষাতে আমার স্বামীকে বলে যে এক খান সুতন কাপড়, একটা হাড়ি ও কথক গুলা দাড়িমের ফুল আনিতে হইবে। পর দিন আমার স্বামী এই সকল দ্রব্য আনেন। পর দিন আসামী আসিয়া আমাকে ঔষধ দেয় এবং দাড়িমের ফুল দিয়া আমি সেই ঔষধ খাই। প্রথম আসামী প্রতি দিন দুপুর বেলায় আমার সহিত দেখা করিতে আসিত। তখন আমার স্বামী বাটতে থাকিতেন না। প্রথম আসামী আমাকে তিন দিন পর্যন্ত ঔষধ দেয়। ঔষধ খাইলে আমার নেশা বোধ হইয়া মন দূষিত হইয়াছিল। এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “তুমি কি করিছা? আমাকে জিজ্ঞাসা কর?” আমি বলিলাম “কোথায়” সে আমাকে স্বর্ণে, নরকে, যে খানে সে

খানে লইয়া যাইতে পারি।” আমি বলিলাম “আমি কোথায় যাইব? আমার স্বামী আছেন। এই আমার বাতী।” আমি তাহার সহিত যাইতে অস্বীকার হইলাম। আমার অস্বীকারে আসামী বলিল “তোমাকে শীঘ্রই যাইতে হইবে।” সে বলিল “তুমি অল্প দিন বাঁচিবে। আমি তোমাকে নানা তীর্থ স্থানে লইয়া যাইব।” সে আমাকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়া মত লওয়াইতে লাগিল। আমি শেষে স্বীকার হইলাম। সে বলিল আমি যে যাইতেছি তাহা আমি যেন আমার স্বামীকে না বলি। দ্বিতীয় আসামী হরি তাহার সহিত আসিত। সে আমাকে মঙ্গল বারে বাহির হইতে বলে। সে বলে “আমার চেলা হরি আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে।” যখন সে আমার নিকট উক্ত প্রস্তাব করে তখন আমার গায় গহনা ছিল। আমার তখন তিন ঘোড়া এয়ারিং, এক ঘোড়া মোনার জসম, এক ছড়া চিক, চারি গাছ মল, এবং একটা আংটা ছিল। সে আমাকে গহনা সকল লইয়া যাইতে বলিয়াছিল। সে আমার নিকট সোমবারে অর্থাৎ আমার বাহির হইয়া বাওয়ার পূর্ব দিন এই প্রস্তাব করে। এই সকল বন্দ বস্ত করিয়া সে চলিয়া যায়। পর দিন হরি একখান গাড়ি লইয়া আমাদের বাড়ী আইসে। আমি তখন আমাদের বাড়ির বাহিরের কুঠরীতে শুইয়াছিলাম। গাড়ি আসিয়া দুয়ারে লাগিল আমি দেখিলাম। আমার স্বামী তখন বাড়ি ছিলেন না। বাটতে অন্য অন্য পরিবার ছিল, কিন্তু তাহারা তখন ঘুমাইয়া ছিল। তখন বেলা একটা। আমি হরির সহিত গাড়িতে উঠিলাম। আমি সঙ্গে আমার গহনা সকল লইয়া ছিলাম। হরি সঙ্গে গাড়িতে উঠিলে সে গাড়িয়ানকে উণ্টাডিকিতে গাড়ি চালাইতে বলিল। আমরা উণ্টাডিকিতে একটা বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিলে যুগুণ নামক এক জন দরওয়ান আসিয়া বলিল “আমি মহান্তের দরওয়ান।” আমি আসামীকে তখন দেখি নাই। উণ্টাডিকি হইতে রাত্রি আমাকে এক বাগানে লইয়া যায়। আমি সেখানে সে রাত্র থাকি। হরি আমার সঙ্গে ছিল। পর দিন প্রাতঃ কালে আমাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যায়। সেখানে আমি মহান্তকে দেখি। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে “তুমি কি তোমার গহনা সকল আনিয়াছ?” আমি বলিলাম “হঁ।” সে বলিল “সে গুলি আমার নিকট দেও আমি রাখিয়া দিব।” আমি অলঙ্কার গুলি তাহাকে দিলাম। ঐ অলঙ্কার গুলির মূল্য প্রায় ৩০০ টাকা। দক্ষিণেশ্বর হইতে আমাকে নেকায় করিয়া কালীঘাটে লইয়া আইসে। হরি আমাদের সঙ্গে ছিল। কালীঘাট হইতে রেল যোগে আমাকে বন্ধমানে লইয়া যায়। আসামী দ্বয় এবং যুগুণ দরওয়ান আমার সঙ্গে ছিল। আমরা ১০।১২ দিন বন্ধমানে ছিলাম। বন্ধমানে থাকা কালীন মহান্ত আমাকে চিনি দিয়া কি ঔষধ খাইতে দিত। তাহা খাইয়া আমার নেশা হইত। বন্ধমানে থাকা কালীন মহান্ত আমার নিকট কুকার্ঘ্যের প্রস্তাব করিত। আমি তাহাতে সন্তত হইতাম না। আমি অস্বীকার হইলে সে বলিত “তুমি দেখছনা যে তুমি এখন বাড়ীর বাহির হইয়াছ, তোমার স্বামী আর তোমাকে গ্রহণ করিবেনা, আমি তোমাকে মারিতে পারি, রাখিতে পারি।” তাহার এই কথায় আমি চুপ করিয়া থাকিতাম। এক দিন আমার পেটের ব্যাম হইল। আসামী আমাকে ভাঙ্গ খাইতে দেয়। আমার তাহাতে নেশা হয় এবং সেই সময় আসামী আমার প্রতি কুব্যবহার করে। সে প্রায় মাসাবধি আমার প্রতি কুব্যবহার করে। বন্ধমান হইতে সে আমাকে ত্রিবেণীতে লইয়া আইসে। দেখানে আমি প্রায় এক মাস ছিলাম। হরি ও যুগুণ দরওয়ান আমাদের সঙ্গে ছিল। ত্রিবেণীতে আমরা স্ত্রীপুরুষের ন্যায় থাকিতাম। হরি ও যুগুণ ত্রিবেণীতে আমাদের দিগকে রাখিয়া চলিয়া আইসে। মহান্ত তারপর আমাকে চিৎপুরের পদ্ম পুকুরে লইয়া আইসে। সে আমাকে একটা বাড়ীতে লইয়া আইসে এবং সেই

তল রায়ের, সে এখানে উপস্থিত আসামী আমাকে সেই বাড়ী রাখিয়া এই বলিয়া গেল যে সেআবার ফিরিয়া আসিবে। আমি যখন তাহার সঙ্গে ছিলাম তখন তাহার নিকট আমার গহনা রাখিয়া ছিলাম সে বলিয়াছিল “আমি পূজার সময় দিব।” সে আমাকে গহনা ফিরিয়া দেয় নাই। আমি শীতল রায়ের বাটতে দুই দিন ছিলাম। তার পর পুলিশ আমাকে লইয়া আইসে।

প্রেরিত।

আমাদের ইংরাজি শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?

সম্প্রতি রো সাহেব ইংরাজি ভাষা রচনা বিষয়ক যে পুস্তক খানি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালিরা ইংরাজি রচনায় যে রূপ-ভুল সচরাচর করিয়া থাকে সেই ভুল ক্রমায় দিয়া উক্ত সাহেব মহাশয় ৩৭২ স্থানে কি রূপ হওয়া উচিত তাহাও লিখিয়াছেন। সুতরাং সেই ভুল সমষ্টির মধ্যে জীযুত লাল বেহারি দে মহাশয়ের ও ভুল দেখান হইয়াছে। তিনি ছাড়িবেন কেন? সম্প্রতি দে মহাশয় তাহার রুত সেপ্টেম্বর মাসের বেঙ্গল ম্যাগেজিনে রো সাহেবের রচনা লইয়া কিছু উক্তম গোছ বলিয়াছেন, আর ও উক্ত সাহেবের ভুল দেখান হইয়াছে। আর কে ও অব ইণ্ডিয়ান সম্পাদক দে মহাশয়ের পোষকতা করিয়াছেন। রো সাহেব ইংরাজি, ইংরাজি তাহার মাতৃ ভাষা, তাহাতে আবার উত্তম বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া অনেক দিন শিক্ষা কার্যে নিযুক্ত আছেন। এ দিকে লাল বেহারি দে মহাশয় ডাক্তার ডকের প্রিন্সিপ্যাল-শিক্ষক-ত্রিশ বৎসর অধিক কাল শিক্ষা কার্যে নিযুক্ত আছেন। ইহাদে ইংরাজিতে ভুল হয়। আর আমরা হত ভাগাংরা, কে ক্রমে মুখস্থ করে ১০।১১ বৎসরের মধ্যে একটু খা এম, এ বিয়ে পাস করি, তাহাতে আমাদের ভুল লইয়া কত মহাশয় ব্যঙ্গ করেন। আমাদের ইংরাজি রচনা যে ভাল নয় তাহা শত শত বার স্বীকার করি কিন্তু একটা মনের কথা বলিব, উহাতে আমাদের কাজ কি? কার্য চালাইবার জন্য যতটুকু রচনা আবশ্যিক বোধ হয় ততটুকু আমাদের স্টেট, তবে আমরা ইংরাজিতে গ্রন্থকার হইতে পারি না হইতেও চাহি না। কি ভদ্র কি অভদ্র সকলের পক্ষে ইংরাজি শিক্ষা উচিত কিন্তু সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমরা কি ইংরাজি ভাষাকে আমাদের মাতৃ ভাষা করিয়া তুলিব না আমরা সকলে ইংরাজ হইব? ইংরাজ মহাশয়েরা এ দেশে টাকা উপার্জন করিয়া স্বদেশে ব্যয় করেন, তাহাতে তাঁহাদের দেশের ঐশ্বর্য। আমাদের উচিত যে ইংরাজি ভাষা উপার্জন করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় খরচ করি তাহা হইলে কিছু শোধ হয়। বোধ হয়, এই কার্যটি স্মৃষ্কনা রূপে হইবে বলিয়াই জীযুত বৈষ্ণব চন্দ্র বিদ্যা সাগর মহাশয় প্রভৃতি দেশ হিতৈষী মহোদয় গণের উদ্যোগে সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষার একটি অঙ্গ হইয়াছে কিন্তু ক্যান্সেল সাহেব বিএ পরীক্ষায় তাহার আবার ভাগ করিয়া বসিয়াছেন। সংস্কৃত কঠিন ভাষা যে দিকে সহজে উত্তীর্ণ সেই দিকে ছাত্র সুতরাং অচিরে সংস্কৃত বিএ হইতে উঠিবে এমন কি, ইতি মধ্যেই দুই এক প্রধান বিদ্যালয়ে বিএর সঙ্গে সংস্কৃত আর চলিবে না। এই ক্ষণে সংস্কৃত পরীক্ষক মহাশয়েরা বুঝিয়া কার্য করিলে মঙ্গল।

যে সময়ে ও যে পরিশ্রমে ইংরাজি রচনা একটু ভাল রূপে শিক্ষা করা যায়, তাহার অর্ধেক সময়ে ও অর্ধেক পরিশ্রমে বাঙ্গলা রচনা শিক্ষা একরূপ বেশ হইতে পারে। এখন কোনটি ভাল? উপার্জিত জ্ঞান কোন ভাষায় খরচ করা উচিত? ইংরাজি বুঝ বাঙ্গলা লেখ।

জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয় }
১৫।৩।৮১ বাগ বাজার } শ্রীঃ—

কলিকাতার ছোট আদালতের মোক্তার শ্রেণী।
বিগত ১ লা জুলাই হইতে উক্ত আদালতের

আদেশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে
শয় ক্ষতি ও কষ্ট হইতেছে। যেহেতু
অপ্প টাকা আদায়ের জন্ত অধীগণ আপন আপন
ব্যবসায় ও কার্য ক্ষতি করিয়া সতত স্বয়ং ঐ কর্মে
লিপ্ত থাকিতে পারেনা, অধীনস্থ অথ কোন লোক
নিযুক্ত করিলে অত্র দিকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়
এবং অকারণ অধিক ব্যয়ে উকীল নিযুক্ত করিতেও
সক্ষম হয় না। পূর্বে তাহারা মোক্তার দিগের দ্বারা
অতাপ্প ব্যয়ে বিনাক্ষেত্র ও সহজে কার্য প্রাপ্ত হইত।
বিশেষতঃ এপ্রদেশে আদালত সম্বন্ধীয় কর্মে মোক্তারই
বাদী বিবাদীর প্রধান মধ্যস্থ ও কর্মাধ্যক্ষ সেই
অধ্যক্ষ অভাবে কর্মের বেরূপ অস্ববিধা হয় তাহা
কেনা হ্রদরক্ষম করিতে পারে? শুনিলাম মহামাণ্ড
শ্রীল শ্রীযুক্ত লেপেটনেট গবর্নর বাহাদুর এই অ-
নিষ্ট নিবারণের এক মাত্র উপায় বিবেচনা করিয়া
প্রায় ২০০০ লোকে তাহার নিকটে এক আবেদন পত্র
প্রদান করিয়াছেন। বাহা হউক জজ সাহেবেরা যে,
কাহার কথা, কি প্রমাণে এবং কাহাদিগের কি উপ-
কারের জন্ত, আর কেনইবা এই চিরঃ প্রচলিত নিয়-
মটা উন্মূলিত করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পা-
রি না। যদি তাহাদিগের মতে মোক্তার দিগের মধ্যে
যত্ন, অনুপযুক্ত, কুচরিত্র কিম্বা কোন দেবীলোক
কি তাহা হইলে পরীক্ষা বা অন্য কোন উপায় দ্বারা
তাহাদিগের মধ্যে সচরিত্র কার্যদক্ষ উপযুক্ত লোক
নির্বাচন করিয়া ওয়া কর্তব্য।
সাহির সিমলা।

শ্রী-বিশ্বাস।

হুগলী দুর্ভিক্ষ।

জেলাহুগলীর মধ্যে এফেসন চণ্ডীতলা অস্তঃপাতি
সন্ধিপুর, চকতাজপুর, শুভলাড়া প্রভৃতি গ্রা-
মে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। গবর্নমেন্ট দুর্ভি-
ক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণকে চাউল বিতরণ করিতে ছি-
লেন। এক্ষণে তাহার সে আদেশের পরিবর্তন দে-
খা যাইতেছে। প্রায় দুই সপ্তাহ হইল এদেশের
অধিকাংশ আবাদ রুদ্ধ বনিতা অনশনে হাহাকার
করিতেছে। জঠরানগ্নে জর্জরিত হইয়া শাক কচু
প্রভৃতি সিদ্ধ খাইয়া রোগগ্রস্ত হইতেছে। লেপট-
নেট গবর্নর এবিষয়ের বিশেষঃ তদ্বিধারণ না করি-
লে আশু দেশের অত্যন্ত অমঙ্গলের সম্ভাবনা। দ্বারায়
এতদ্বন্ধ শান্তির উত্তম রূপ উপায় না করিলে রুটীশ
গবর্নমেন্টের রাজ্যে অত্রাভাবে প্রজা সকল জীবন
ত্যাগ করবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। পূর্বে এ-
দেশে স্বশৃঙ্খলরূপে রিলিফের কার্য সম্পাদিত হ-
ইতেছিল। এক্ষণে পূর্ব মত নিয়মানুসারে কার্য না হইলে
আমাদিগের দেশের লোকদিগের দুঃখবস্তার পরি-
সীমা থাকিবে না কারণ গত বৎসর যৎসামান্য ফসল
হইয়া ছিল ও বর্তমান বৎসরেও কোন প্রকার ফসল
জন্মায় নাই এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়
মান্তবর গবর্নমেন্ট কর্তৃপাত না করিলে লোক সমু-
হের আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত।

সন ১২৮১ সাল }
১৩ আশ্বিনী }
শ্রীকৈলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স ২ পাওল
শ্রীকৈলাস নাথ চক্রবর্তী স ২ পাওল
শ্রীকৈলাস নাথ বসু
শ্রীগিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীঅভয়া চরণ বসু, কোঁচবেহার—মহারাজা হু-
পেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জন্ম তিথি উপলক্ষে
একটি সুন্দর পদ্য লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা পত্রিকায়
পদ্যের স্থান সন্নিবেশ করিতে পারি না বলিয়া পদ্যটি
প্রকাশ করিতে পারিলাম না।
শ্রীরা, তো, উত্তরপাড়া—“ হরি সহায় থাকিলে
কি না হয় ” এই শিরনামে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা
আমরা বুঝিতে পারিলাম না।
শ্রীহরিদাস দাস, চাঁদপুর, মালদহ—পত্র প্রেরক
যখন কমিশনার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন
তখন দরখাস্তের প্রতি কোন হুকুম না হওয়া পর্যন্ত তা-

শ্রীরাম লাল ঘোষ, বশোর—পত্র প্রেরকের পত্র
প্রকাশ হইলে কি উপকার প্রত্যাশা করেন? প্রথমতঃ
যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে লেখা হইয়াছে তাহার নাম
ইত্যাদি নাই, যে প্রকার অত্যাচার হইয়াছে তাহার
বিবরণ নাই, যেখানে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে পত্রে
তাহাও প্রকাশ নাই। পত্র প্রেরক অঙ্গকারে টিল
বারির হেব। তাহার পত্র পাইয়া কর্তৃপক্ষের কা-
হার বিষয় তদন্ত করিবেন?

রাম দাস, শিলং—গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের
আমাম ভ্রমণ রুতান্ত লিখিয়াছেন। বিষয়টা পুরাণ
হইয়া গিয়াছে।

শ্রীঅরদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাত গাছিয়া—
১২৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পরেই এখানে সংক্রামক জ্বরের
প্রাদুর্ভাব হয়, এবারও সেই দশা উপস্থিত। পত্র প্রেরক
সাত গাছিয়া অঞ্চলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থা-
পনের জন্য গবর্নমেন্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

গোয়ালন্দ—প্রবন্ধনা করিয়া যি লওয়া বলিয়া
ট্রেবেলীং পোস্টাফিসের যে তিনটি বাবুর নামে অভি-
যোগ হয় তাহাতে আমামী গণ মধ্যে দুই জন মুক্তি পা-
ইয়াছেন। বোগেশ্বর নাথের ৫৫ টাকা জরিমানা হই-
য়াছে।

জর্নেক গ্রাহক—রেলওয়ে পরিবার লইয়া যাওয়ার
অস্ববিধা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। যে একটি অত্যাচারের বি-
বরণ লিখিয়াছেন, তাহা কি তদন্ত করিলে প্রকাশ পা-
ইবে? সেই বাবুটি কেন সাক্ষাতভাবে কর্তৃপক্ষদিগকে
জানান না? ঘটনাটি যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন
তবে তাহা দ্বারা সাধারণের বিস্তার উপকার হইবে।
শুদ্ধ সংবাদ পত্রে লিখিলে কি ফল হইবে?

এক জন হিত কারী—খড়দেহের অন্তঃপাতি কোন
গ্রামে কোন ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল। তিনি অবশ্য এক-
টিকে বেশা ভাল বাসিতেন। স্বামী তাহার সুরা স্ত্রীকে
এক দিন তিরস্কার করেন, তাহাতে সে তাহাকে শত-
মুখী দ্বারা মুখে এমনি প্রহার করে যে তাহার গাল
গলা ফুলিয়া দাঁতে ২ আঁটিয়া গিয়াছে এবং তাহার
জীবন সংশয় হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

THE UNIVERSAL MEDICAL HALL.
N. C. PAUL AND CO'S MOST WONDER-
FUL PILLS.!

A Specific for chronic and malarious fevers,
enlarged spleen and liver.

অত্যাশ্চর্য্য বটিকা!!

পুরাতন ও ম্যালেরিয়া অর্থাৎ সংক্রা-
মক জ্বরের এবং প্লীহা ও যকৃত রোগের মহা-
ঔষধ।

এ পর্যন্ত উপরোক্ত রোগাদির যে স-
কল ঔষধ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকে
সেবন করিয়া প্রথমে আরোগ্য লাভ করেন
পরে অল্প কালের মধ্যে পুনর্বার পীড়িত হ-
ইতে প্রায় সর্বদা দেখা যায়। এক প্রকারে
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ সকল ঔষধ
দ্বারা রোগ কেবল স্থগিত থাকে মাত্র, এক বারে
রোগ বিনাশ হয় না। কারণ যে পর্যন্ত ম্যা-
লেরিয়া বিষ শরীর হইতে নির্গত না হয় সে
পর্যন্ত পুনর্বার পীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে।
এই নিমিত্ত আমরা বহুতর বহুদর্শী ও সুবি-
খ্যাত চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া এই
অত্যাশ্চর্য্য নামক রৌপ্যারত বটিকা প্রকাশ
করিতেছি। ক্রমাগত গত চারি বৎসরাবধি
নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানিতে পা-
রা গিয়াছে যে এই মহৌষধ সেবনে সহস্র
সহস্র উল্লেখিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ
আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এমন কি যাঁহারা
ইংরাজী চিকিৎসায় বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালা
চিকিৎসায়ও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন
নাই, তাঁহারাও এই বটিকা সেবন করিয়া

ইতে কুইনাইনের ও ম্যালেরিয়া বিষ নির্গত
করিবার এক প্রকার দৈব ঔষধ বলিলে বলা
যাইতে পারে। প্রতি কোঁটার ৩০টা বটিকা
আছে এবং উহা মেবনাদির নিয়মাবলি উহার
সহিত আছে।

প্রতি কোঁটার মূল্য ১।।০ টাকা ডাক মা-
শুল ১/০ আনা। এই মাশুলে ২টা কোঁটা অনা-
য়াসে যাইতে পারে। অপর

আমরা বহু দিবসাবধি বিলাত হইতে ইং
রাজী ঔষধাদি আনাইয়া অত্র নগরীতে ও
ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্রয় ও প্রেরণ ক-
রিতেছি। এক্ষণে যে সকল মহোদয় উক্ত
ঔষধাদির নিয়ম বিবেচনা করিয়া থাকেন ও মূ-
লত মূল্যে উত্তম ঔষধ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন
তাঁহাদিগের নিমিত্ত আমাদিগের নিবেদন এই যে
যখন বাহা প্রয়োজন হইবেক অল্পই করিয়া
আমাদিগকে লিখিলে ও মূল্য প্রেরণ করিলে
অতি সত্বর প্রেরণ করিব, ও ঔষধের মূল্যের
মুদ্রিত তালিকা বিনা মূল্যে বিনা ডাক মাশুলে
পাঠাইব এবং ঔষধাদি ভিন্ন অপরাপর দ্রব্য
যাহা প্রয়োজন হইবেক তাহাও মূল্যে মূল্যে
ক্রয় করিয়া পাঠাইতে পারিব তাহার কমিগন
শ্রম করিয়া পাঁচ টাকা মাত্র লইব।

এন, শী, পাল এণ্ড
ইউনিভারশেল মেডি

২৮০। ২৮৪ নং অপার চিংপুর রোড
কলিকাতা, শোভাবাজার।

আমি এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানাইতেছি
যে যখন কোন বাঙ্গলা গ্রন্থকার বা বাঙ্গলা সং-
বাদ পত্রের সম্পাদক কোন নুতন পুস্তক বা নু-
ন সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন, অনুগ্রহ পূর্বক উহার
এক এক খণ্ড আমাকে প্রদান করিলে একান্ত
বাধিত হইব। পুস্তকের মূল্য, পুস্তক প্রাপ্তিয়ার
প্রেরণ করিব। সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া যদি ভাল
বোধ হয় তবে গ্রাহক হইব ও মূল্য পাঠাইব
নতুবা যে কএক খণ্ড সংবাদ পত্র প্রাপ্ত হই কেব-
ল তাহারই মূল্য পাঠাইব। যদি আমার অনবধা-
নতায় মূল্য পাঠাইতে গৌণ হয় তবে ব্যারিং পত্র
দ্বারা স্মরণ করিয়া দিলে বাধিত হইব।

১২৮১ সাল } শ্রীঅমৃত নারায়ণ
১১ আশ্বিন } আচার্য্য চৌধুরী
মুক্তগাছা } জমিদার

কাকিনীয়ার বাষিক মেলা।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাপন
করা যাইতেছে যে, বর্তমান মাসের ২৫এ তা-
রিখ হইতে কাকিনীয়া রাজবাটীর বাষিক
মেলা আরম্ভ হইয়া, আগামী ১০ ই কল্কিক
পর্যন্ত স্থায়ী থাকিবে। সুওদাগ কাঁয়া
এবং অন্যান্য যাবদীয় দোকানদারের নিমিত্ত
উপযুক্ত স্থান ও আশ্রয় প্রদত্ত হইবে। ক্রে-
তা বিক্রেতার সর্ব প্রকার সুবিধা বিধান করা
যাইবেক। সর্ব দাবাবহায্য ও আবশ্যিকীয় এবং
মনোনীত দ্রব্য হইলে অন্য ক্রেতার অভাবে
কাকিনীয়ার রাজ সরকারই তাহা উচিত মূল্যে
ক্রয় করিবেন। উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া
লওয়ার নিমিত্ত ব্যবসায়ীদিগকে মেলার আ-
রম্ভ দিবসের পূর্বেই এখানে উপস্থিত হইতে
হইবেক। ইহাও জ্ঞাতব্য যে দোকানদার-
দিগের প্রতি যাহাতে কোন অংশে ক্রটি না হয়,
তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে ইতি।

সন ১২ ৮১ সাল } শ্রীনন্দকুমার নিয়ো
১ লা আশ্বিন } হেড, মুন্সী, রংপুর
কাকিনীয়া

এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার
যোর গলি ২ নং বাটি হইতে প্রি